ন্যাড়া বেলতলায়

"ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক'বার?"

"অন্ততপক্ষে পঁচিশবার"

রবিবারের দুপুর। মেছুয়াটুলির মেসবাড়ির বাসিন্দারা উদাস মুখে হলঘরের কড়িকাঠ গুনছে। অদূরে উঠোনের এক কোনে অভুক্ত উচ্ছিষ্ট খিচুড়ি সমেত একরাশ কলাপাতা পড়ে আছে। বাড়ির দরজায় একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে থামলো। কিশোরীদা গাড়ির দরজা খুলে বার হলেন। গাড়ির জানলায় কালো চশমা পরা হৃষ্টপুষ্ট একখানা মুখ দেখা গেল। পারস্পরিক বিদায় সম্ভাষণের পর মোটা ভদ্রলোকটি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন আর কিশোরীদা গুনগুন করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে হলঘরে প্রবেশ করলেন।

শুধোলেন, "কি হে, এরই মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেললে নাকি?"

বিনোদ মিয়োনো গলায় বললো, "আপনার খাবার রাখা আছে কিশোরীদা । আনবো?"

কিশোরীদা উঠোনের পত্রসম্ভারের পানে আড়চোখে দেখে নিয়ে তৃপ্ত গলায় বললেন, "না হে, এখন আর খাবো না। কুম্‌লিঙে নিয়ে গিয়ে যা ঠেসে চাইনীজ খাইয়ে দিয়েছে পিয়ারেলাল!"

"উনিই বুঝি গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন আপনাকে?"

"কে, পিয়ারেলাল? না ভাই, সে গাড়ি চালাবে কি। সেবার সেই কারিসাথের ঘটনার পর থেকে ডান হাত খানাই তো নেই তার। এ হল পিয়ারেলালের পি.এ., ডক্টর পার্থসারথি।"

অরবিন্দ মধ্যপথে বলে উঠলো, "আজ মোটে দু'দিন -----।"

"অ্যাঁ -----?' কিশোরীদা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'দুদিন মানে?"

"হরিহরের স্বদেশ যাত্রার আজ দ্বিতীয় দিন," সুরেশ খোলসা করে বললো, "দুবেলা পোড়া খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে যে পেটে চড়া পড়ে গেল কিশোরীদা ! শুধু পোড়া হলেও বা কথা ছিল। আজকে ডালটা তো সিদ্ধই হয়নি মোটে। এমনিতেই আমার হজমের গোলমাল।"

কিশোরীদা উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "আরে তাতে কি হয়েছে, অল্প ক'দিনের ব্যাপার বই তো নয় ! চালিয়ে নাও যেমন করে হোক।"

বিশ্বজিৎ চোখ কপালে তুলে বলে, "আপনি এই কথা বলছেন কিশোরীদা? অল্প ক'দিন মানে? তামিলনাড়ুর কোন প্রান্তে গিয়ে মাথা মুড়োবে ছেলের, তারপর আবার লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে উড়িষ্যার গণ্ডগ্রামে স্ত্রীপুত্রপরিবারকে রেখে তবে গিয়ে মেছুয়াটুলিতে প্রত্যাবর্তন। এখন তো সবে কলির সন্ধ্যে !"

অন্যেরা খেই ধরে, "তদ্দিনে সকাল বিকেল কলাপাতায় অমৃতভক্ষণ করে আমাদের বারোটা বেজে যাবে।"

বিনোদ কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এ দু'দিন পাকশালের যাবতীয় ঠ্যালা সামলাচ্ছে সে--ই। কারণ এ ব্যাপারে ওরই সামান্য কিছু জ্ঞানগম্যি আছে। সেদ্ধ--পোড়া যাহোক দুবেলা যে কিছু জুটছে তা স্রেফ তারই কারিকুরি-কেরদানির ফল। এ হেন ক্ষেত্রে খিচুড়ি সংক্রান্ত মন্তব্যগুলো মোটেই মনঃপুত হয় না তার। বিশেষ করে সদ্য স্বপাক খিচুড়ি ভক্ষণের পর সঙ্গীদের এই ধরনের কথাবার্তা টাটকা ক্ষতে লবণ মর্দনের মতই জ্বালা ধরিয়ে দেয় দেহমনে। অজীর্ণ-অম্বল-আমাশার সমস্যা তারও কিছু কম নয়। কিশোরীদা উদ্যত চৈনিক ঢেকুর চাপা দিয়ে চৌকির উপর দেহখানা প্রসারিত করে দেন।

"আহা, অত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন। হরিহর কবে আসবে বলে গেছে কিছু?"

"কে জানে ! আমরা তো অফিসে গিয়েছিলাম যে যার। ফিরে এসে শুনি ও নাকি প্যালার মাকে মেসবাড়ির চাবি দিয়ে গেছে। বলেছে ছেলের মাথা ন্যাড়া করবে বলে দক্ষিণের কোন দেবস্থানে মানত করেছিল। এতদিন গড়িমসি করে সে মানতরক্ষা হয়ে ওঠেনি। এখন বাবা নাকি

রোজ তাকে স্বপ্নে শাসাচ্ছে।"

"বাবা মানে?"

"দেবস্থানের দেবতা আর কি। নারায়ণ কিংবা শিব। কার্তিক গণেশও হতে পারে। ও সব তল্লাটে তাঁদেরও বেশ প্রতিপত্তি আছে কিনা!"

"প্যালার মা বললো হরিহর নাকি গাঁ থেকে বউয়ের চিঠি পেয়েছে। ছেলে এবছর ডাহা ফেল মেরেছে পরীক্ষায়।"

"ফেল মেরেছে? কত বড় ছেলে?"

"তা জানিনা। লেখাপড়া করে যখন, বেশ বড়সড়ই হবে নিশ্চয়ই। ওই যে বললো গড়িমসি করে দেরী হয়ে গেছে। তা নাহলে মুণ্ডন তো একেবারে বাচ্চাকালেই করে, প্রথম কেশকর্তনের সময়।"

"হ্যাঁ, সেই কথাই তো বললো প্যালার মা। অত লম্বা চুল নিয়ে ছেলে লজ্জা পায় বলে পাগড়ি পরে থাকে। এখন এই রায়টের সময় পাগড়ি-ওলা কাউকে দেখলেই তো গুণ্ডাদের পোয়াবারো। সেই সাতপাঁচ ভেবেই নাকি হরিহর তাড়াতাড়ি বাড়িমুখো হয়েছে বাবার মানতের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে।"

"তাও বটে।"

"সেইজন্যেই তো চিন্তা হচ্ছে। এ তো আর দু'পাঁচ দিনের ব্যাপার নয়। অতটা পথ যাওয়া আসা করতেও তো সময় লাগবে।"

"তার কোনও মানে নেই," কিশোরীদার এই মন্তব্য শুনে বাসিন্দারা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে কিশোরীদা নিজের বক্তব্য প্রলম্বিত করলেন -----"টেলিপোর্টের কথা শোনোনি? কেন, তোমাদের হনুমান যখন গন্ধমাদন আনতে গেল তখন কি রোডম্যাপ খুলে বাঁধা রাস্তা ধরে গেছে নাকি? এই সমস্ত ব্যাপারে বারোয়ারী নিয়মকানুন অচল হে!"

কিশোরীদা হঠাৎ নীরব হলেন। নিবারণ অরিন্দমকে অলক্ষ্যে খোঁচা মারতেই অরিন্দম শশব্যস্তে সিগারেটের প্যাকেটটা কিশোরীদার দিকে এগিয়ে দিলো। বিনোদ সবিনয়ে তাঁর মুখলগ্ন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। কিশোরীদা চোখ বুঁজে হুশ-হুশ করে ক'টা সুখটান দিয়ে সমবেত মেসবাসীর পানে উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে কাহিনী সুরু করলেন।

শোনো তবে। ওইযে পিয়ারেলালের কথা বলছিলাম। এখন তো লিডার হয়ে একেবারে ভোল পাল্টে ফেলেছে। ওরই গতজন্মের কথা। অর্থাৎ যখন ও লিডার হয়নি, প্লিডার ছিল মজঃফরপুরে। পেশাতেই প্লিডার শুধু। নেশা ছিল সত্যান্বেষণ। যেখানে যা কিছু ঘটছে তার কতটা খাঁটি আর কতটা ভেজাল, কোনটা বাহ্যাবরণ আর কোনটা সারবস্তু ----- এইসব খুঁটিয়ে-খুঁচিয়ে-বাজিয়ে বাজারে চাউর করাই ছিল তার জীবনের মিশন। বলতো অজ্ঞতা কুসংস্কার ঠগবাজি থেকে দেশের জনগনকে বাঁচাতেই নাকি তার ভূভারতে আবির্ভাব। সেই জনতাকে বাঁচাতে গিয়ে সশরীরে শহীদ হতে হতে কোনমতে বেঁচেছে পিয়ারেলাল। তা-ও এই জনতার হাতেই।

হরিহরের কথা শুনে মনে পড়লো। বেচারা এতদিনে একবার ছুটি নিয়েছে। সে--ও স্ব-ইচ্ছায় নয়, বাবার শাসানির ঠ্যালায়। তাতেই তোমরা এমন বিরূপ হচ্ছ।

আমি যখনকার কথা বলছি তখন ওসব অঞ্চলে ওমনি যখন তখন দুম্ করে মানত করা একেবারে আকছার ব্যাপার ছিল। আর মানত মানে কি জানো তো? ভেবে চিন্তে হিসেব কষে দেবদেবীকে কিছু ধরে দেওয়া নয়। বিপদের মুখে যে নামটা মুখ দিয়ে একবার বেরিয়ে গেল ব্যস্, একেবারে পাকা সরকারী সীলমোহর লেগে গেল তাতে। সে মানত তোমাকে রাখতেই হবে তা সে যতই অসম্ভব, অসাধ্য হোক না কেন।

মজঃফরপুরে কলেজে পড়ি তখন। পিয়ারেলালের সঙ্গে গ্রাম সুবাদে আলাপ ছিল। ও তখন সবে ওকালতি পাশ করে পেশায় ঢুকেছে, আর সেই সঙ্গে সত্যান্বেষণের নেশাতেও পুরোদমে লেগে আছে বরাবরের মতন। সেবার গরমের ছুটিতে গ্রামে এসেছি। সবে সেদিনই পৌঁছেছি আর কি। দুপুর নাগাদ ঝি শনিচরি পিতলের রেকাবিতে কাটাফল ফুল প্যাঁড়া দিয়ে গেল। কি ব্যাপার, না ছেলের মাথা মুড়িয়ে এসেছে বাবা ভৈরোনাথ থেকে।

"বাবা ভৈরোনাথ? সে আবার কোথায়?"

মা বললেন, "ওই নেপাল টেপাল কোথাও হবে।"

"তা, শনিচরি সেখানে গেছিল নাকি?"

মা রেকাবি ছুঁয়ে হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে বললেন "অতশত জেনে কাজ কি?"

শনিচরি চোখ বড় বড় করে বললো, "হ্যাঁ দাদাবাবু, এ সদ্য সেই তিরথের পরসাদি। বাবা ভৈরোনাথের থান থেকে মাথা মুড়িয়ে এসেছে আমার ববুয়া।"

ব্যাপারটা আরও প্রাঞ্জল হল দুদিন পরে। দেখি দেশে গাঁয়ে ন্যাড়া মাথার ধুম পড়ে গেছে। দুগ্ধপোষ্য থেকে নিয়ে, একটু হেঁটে চলে বেড়াতে পারে এমত যত ছেলেপুলে সবার মাথা একেবারে চাঁছা-ছোলা পরিষ্কার। যেন বটতলার শান বাঁধানো গোল চবুতরা। শুনলাম সবাই নাকি বাবার পায়ে চুল ফেলে এসেছে, গ্রামসুদ্ধু ঝেঁটিয়ে। শুনে তাক লেগে গেল। সেই কবে ডজনখানেক বুড়োহাবড়া ভদ্রলোক মানস-সরোবর না কোথায় গিয়ে কাগজে কি দারুণ নাম করে ফেললো। তাও তো সবকটা পৌঁছতে পারেনি। পথিমধ্যে গঙ্গালাভ করেছে অনেকে। কাগজে কাগজে সে কি ঘটা করে রাইট-আপ তার। আর আমার গরিয়সী জন্মভূমি কারিসাথের অবদানের বিন্দু বিসর্গ টের পেল না কেউ? গ্রাম বলে এত হেনস্তা!

পিয়ারেলালের সাথে দেখা হতে কথাটা তুললাম। এর একটা বিহিত করতেই হবে আমাদের। পিয়ারেলাল আমার কাঁধে সজোরে সপ্রেম চপেটাঘাত করে বললো, "আরে আমিও তো সেই কথা বলতেই তোমাকে ডেকে পাঠালাম।" পিয়ারেলাল বললো ওদের ধোপানীর ছেলের মাথা বাঁধা আছে বাবা সিদ্ধনাথের কাছে। বলতে কি সেই সর্তেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে ছেলেটা। নিঃসন্তান ধোপানীর কোল ভরলে সে ছেলের প্রথম চুলের ফসল বাবার পায়ে অর্পণ করে দায়মুক্ত হতে হবে তাকে, এই নাকি ছিল বাবার স্বপ্নাদেশ। তাই কাল সকালে পৌর্ণমাসীর পূণ্যতিথিতে ধোপানী ছেলে নিয়ে তীর্থযাত্রায় যাচ্ছে।

"শনিচরির ছেলে তো নেপাল ঘুরে এলো, একে কোথায় যেতে হবে?"

পিয়ারেলাল গম্ভীর মুখে বললো, "তিব্বত।"

সকালবেলা স্নান সেরে আমি আর পিয়ারেলাল "তিব্বতের" পথ ধরলাম। পিয়ারেলাল বলেছিল মাথায় কষে তেল দিয়ে ভিজে চুলে যেতে, যেন সদ্য-স্নাত পূণ্যার্থী বলে মনে হয় দেখে। কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে লাল শালু ঢাকা থালা হাতে আগে আগে চলেছে পিয়ারেলাল। আমার কোলে পিয়ারেলালের আড়াই বছরের ভাগ্নে মুন্নালাল। ভারী দামাল গাবদা গোবদা ছেলে। কোলে রাখতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পিয়ারেলালের নির্দেশ তাকে কোল থেকে নামানো চলবে না। ওর থেকে ছোটবয়সের বাচ্চা নাকি অত তড়িঘড়ি পাওয়া গেল না।

হাঁটাপথে মাইলখানেক পাড়ি দিয়ে একটা মাঝারি সাইজের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলাম। চালাঘরের উপর গৈরিক পতাকা উড়ছে। দেয়ালময় নানা ছাঁদের আলপনা। দরজার দু'ধারে কলাগাছ, উপরে আমপাতার বাহার। ঘরের ভিতর থেকে কীর্তন ও খোল করতালের আওয়াজ ভেসে আসছে। একজন দুজন করে ছেলে কোলে স্ত্রী পুরুষ চালাঘরের ভিতর ঢুকছে। পিয়ারেলালের পিছু পিছু আমিও ঢুকে পড়লাম। দেখি গেরুয়াধারী পুরুত চোখ বুঁজে ধ্যানের মুদ্রায় বসে আছেন। ছোকরা মতন দুজন গেরুয়াধারী ভারিক্কি চালে ভক্তদের পরিচালনা করছে। সমবেত বাচ্চাদের কপালে তিলক, গলায় ফুলের মালা, গায়ে গঙ্গোদক দেওয়ার পর অভিভাবকরা যে যার বাচ্চার মাথায় হাত রেখে বীজমন্ত্র জপে চলেছেন।

এমন সময় একনম্বর গেরুয়াধারী চোখ মেলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিতমাত্র কীর্তনীয়ারা কীর্তনের পর্দা চড়িয়ে দিলো। একনম্বর গেরুয়াধারী একটা বাচ্চাকে দু'হাতে তুলে দ্রুত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ উপর পানে ছুঁড়ে দিলেন তাকে। আরে, বাচ্চাটা গেল কই? ধূপধূনোর গন্ধে দমবন্ধ হয়ে আসছে। ধোঁয়ার চোটে চোখ চেয়ে থাকা কষ্টকর। এদিকে কীর্তনীয়াদের উৎসাহের প্রকোপে যেন ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়বে। হঠাৎ চেয়ে দেখি গেরুয়াধারীর হাতে সেই বাচ্চা। একেবারে পরিষ্কার ক্ষুরচালানো মাথা। বাচ্চাটাকে তার বাবার কোলে দিয়ে আবার দু'হাত উপর পানে তুলতেই গেরুয়াধারীর হাতে একটা থালা এসে গেল। থরে থরে পূজার্ঘ্য সাজানো তাতে ----- টাটকা ফুল বেলপাতা চন্দন আর সদ্যভাঙা আধখানা নারকোল। "জয় বাবা সিদ্ধনাথ!" ভক্তদের জয়ধ্বনিতে কানে তালা লেগে গেল।

এরপর দুনম্বর তিননম্বর করে দ্রুত বাচ্চাদের অন্তর্ধান, প্রত্যাবর্তন ও ফুল-চন্দন-নারকোল সাজানো থালার আবির্ভাব একটানা কতক্ষণ চললো খেয়াল নেই। হঠাৎ মুন্নালালের কান্না শুনে চেয়ে দেখি একটা গেরুয়াধারী ছোকরা ----- বেশ ষণ্ডামার্কা মতন ----- ওকে ধরে টানাটানি করছে। বলছে, "চল বেটা, বাবা তুঝে বুলাতা," আর মুন্নালাল আমাকে জোরে জাপটে ধরে চিল-চিৎকার করছে। এরমধ্যে পিয়ারেলাল আবার কোথায় উধাও হল ! এখন আমি কি করি ! মুন্নালালকে ওই ষণ্ডামার্কার হাতে ছেড়ে দেবো? আমি দিলেও মুন্নালাল কি যাবে? সে তো সমানে গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছে ! আকুল হয়ে কিংকর্তব্য ভাবছি হঠাৎ হুড়মুড় করে ছাদের ফল্‌স্ সিলিং খুলে পড়লো। উপর পানে মুখ তুলে দেখি আমাদের মাথার উপর চালাঘরের ছাদের তলায় ছোট্ট একটা গুপ্ত কুঠরি। অনেকটা মাচার মত। একটা লোক একটা বাচ্চার মাথায় ক্ষুর চালাতে চালাতে থমকে থেমে কাঁচুমাচু হয়ে চেয়ে আছে সমবেত ভক্তবৃন্দের পানে। আর অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আমাদের পিয়ারেলাল।

"ভাইয়ো ঔর বহনো ---," পিয়ারেলাল ভাষণ আরম্ভ করলো, "এই যে চোরা কুঠরি দেখছেন, এই হল সেই তথাকথিত তিব্বত অথবা নেপাল, যেদিনকার যা ফরমাস। বাবা ভৈরোনাথ, বাবা সিদ্ধনাথ এবংবিধ দেবতাগনের নাম ভাঁড়িয়ে এই জোচ্চোরগুলো আপনাদের দুহাতে লুটে এসেছে এযাবৎ। ভাইসব! ভগিনীগন! আপনারা জাগুন। চোখ মেলে চেয়ে দেখুন -----।"

হঠাৎ মাথায় কে বা কাহারা সজোরে আঘাত করলো। পত্রপাঠ জ্ঞান হারিয়ে মুন্নালাল সমেত সেই চালাঘরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লাম।

তিনদিন দু'রাত পরে চোখ মেলে দেখি পাটনার একটা নার্সিংহোমে শুয়ে আছি। বাবা মা দাদা বৌদি সবাই শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাকে ঘিরে। দু'চারটে স্নেহ সম্ভাষণের পর শুরু হল সমবেত ভর্ৎ সনা বর্ষণ। শুনলাম পিয়ারেলালও নাকি ওই নার্সিংহোমেই ডি.আই. লিস্টে রয়েছে। ডান হাতখানা তার কেটে বাদ দিতে হয়েছে। পিটিয়ে একেবারে তক্তা করে দিয়েছে নাকি তাকে। ডান হাতখানা থেঁৎলে কিমা বানিয়ে দিয়েছিল। যতদিন বাঁচবে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে, কপালক্রমে এ যাত্রা যদি বাঁচে।

অবাক হয়ে বললাম, "সে কি? অতগুলো লোকের সামনে

গোটাকতক গুণ্ডা বদমাস ওকে ধরে বেধড়ক মারলো আর তারা কেউ বাধা দিলো না?"

দাদা বললো, "কোন জগতে আছ? গুণ্ডা মানে? সে লোকগুলো তো তখুনি পিঠ্টান দিয়েছে। ওদের গুপ্তরহস্য ফাঁস হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ভয়ে হাওয়া হয়ে গেছে তারা।"

"তাহলে? পিয়ারেলালকে পিটিয়ে তক্তা বানালো কে?"

বাবা থমথমে গলায় বললেন, "মেরেছে অভিভাবকরা। যে বাচ্চাগুলোর তখনও মাথা মোড়ানো হয়নি, যাদের তিব্বত যাওয়া হল না, মেরেছে তাদেরই বাবা-কাকা-মামা-পিসের দল।"

আমার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখ দেখে বৌদি নরম গলায় বললো, "গাঁয়ের লোকের অবস্থা তো জানই ভাই। বাঁয়ে আনতে দাঁয়ে কুলোয় না। ওদের কি আর দূর দূরান্তে গিয়ে মানত রক্ষার সামর্থ্য আছে? এ সব ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক না গলানোই ভাল। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যায়। যুগ যুগান্তের সংস্কার এত সহজে যাবার নয়।"

দাদা বললেন, "প্রাণে যদি বাঁচে সেই খুব। এ যাত্রা ডান হাতখানার উপর দিয়েই গেল। রাতারাতি বাইরে পাচার করতে পেরেছি তোমাদের, তাইতেই রক্ষা পেলে। কারিসাথের লোকেরা একেবারে ক্ষেপে রয়েছে। ও তল্লাটে আর ভুলেও যেন পা দিও না। এখনও ওদের হিট্ লিস্টে আছ তোমরা ----।"